



আমিষের ৮ শতাংশ আসে দুঃখ সেক্টর থেকে কৃষিবিদ সামছুল আলম

বৈধিক খাদ্য হিসেবে দুর্বের ওকুত্ত ভুল ধরার লক্ষ্যে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন খাদ্য ও বৈষ্ণ সংস্থা (একএণ্ড) ঘোষিত একটি আন্তর্জাতিক দিবস হলো বিশ্ব দুঃখ দিবস। ২০০১ সাল থেকে প্রতি বছু ১ জন দিবসান্তি পালিত হয়ে আসছে সর্ব বিশ্ববাসী। ডেভেলপ্মেন্ট খাতের কার্যক্রম সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ নিয়ে নিম্নিটি উন্নাপিত হয়। এখন পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশে দুর্ব দিবস উন্নাপিত হয়।

দুর্ব হলো তন্ত্রপর্যায়ী প্রক্রিয়া করার জন্যাত্মক প্রেক্ষিতে প্রক্রিয়া এবং মানুষের একটি প্রধান খাদ্য। অন্যান্য খাদ্যগুলোকে সক্ষম হয়ে ওঠার আগে এটিই হলো তন্ত্রপর্যায়ী শিশুদের পুষ্টির প্রধান উৎস। তাই থেকে দুঃখ নিষ্ঠাদারের প্রাথমিক পর্যায়ে কোলেক্টিভ মসজিদ দুর্খ উৎপন্ন হয়, যাতে মাঝের দেহ থেকে রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা শিখের দেহে নিয়ে যায় এবং রোগাত্মক হওয়ার রূপক কমায়। এতে আমিষ ও ল্যাজেটিসহ অন্যান্য অনেক পুষ্টি উপাদান আছে। আন্তর্জাতিক দুর্খ প্রথম কর্ম অঙ্গাতিক ন্য, বিশ্বেতে মানুষের ক্ষেত্রে, যারা অন্য অনেক তন্ত্রপর্যায়ী প্রাচীর দুর্খ প্রাপ্তি করে থাকে।

দুর্খ সব ব্যাসের মানুষের জন্য উপকারী। দুর্বের মধ্যে ডিটামিন সি ছাড়াও রয়েছে সব ধরনের পুষ্টি

ত্রিমুরীয়ান জলসংস্থায় বৃক্ষের কারণে দুর্খ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এখানে সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া এর কারণ হিসেবে আরো উৎপন্ন করা যায়, কিন্তু মজুতদার ও অতিমুনাফালোজি প্রাপ্তিশাদ্য তৈরিতে বাইরে থেকে যে উপাদান আসে হয়, তা অতিরিক্ত নিয়ে তারা সেটা উপাদান জাত করে রেখে কৃতিমন্দিরটি দেখান। তাছাড়াও করিগরি জাতীয়সম্প্রদার জনবালের অভাব, মানবসম্পদ দুর্খ সরবরাহ না করা, ভৌতিকের চিকিৎসকসংকট, দুর্খ প্রক্রিয়াজাত ও সরকার কর্তৃত না পরা, নায় মূল্য না পাওয়া এবং বিনোদনের মূল্য, গবাদিপত্রের খাদ্যের দাম বৃক্ষ দুঃখ উৎপন্ন বাঢ়ানের মেঝে বড় অন্তরায় হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্যমূল নিউক্লিউ বিভাগের একটি শিক্ষকের জেটি ডেভিপ্রেটেড ডেইরি রিসার্চ নেটওয়ার্ক (আইডিআরএন) শিক্ষক ব্যবসায়ীদের একটি প্রকল্প। এটি জার্মানিভিত্তিক আইএফসিএন-ডেইরি রিসার্চ নেটওয়ার্কের সঙে কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ দুর্খ ও দুঃখজাত প্রয়োজন দাম, বৈশিষ্ট্য, ডেজন, উৎপাদন নিয়ে গবেষণা করা। আইডিআরএন ও আইএফসিএন-ডেইরি রিসার্চ নেটওয়ার্কের তথ্য অনুসারে, বৈশিষ্ট্যের গোখাদের দাম বেড়ে যাচ্ছে। তোকপর্যায়ে দুর্বের দাম বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশ।



বৈশিষ্ট্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে
২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ
দুর্খ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে।
সর্বোপরি ২০৪১ সালের মধ্যে
বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের
সব ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে
উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে
পরিণত হবে

উপাদান। বিশ্ব দুর্খের উপকারিতা সম্পর্কে পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা বলেন, দুর্খ হলো কালীয়ানের খুব ভালো একটি উৎস। দুর্খ গৰ্ভবত্তা এবং মাতৃসুস্থিরদানকালে প্রত্যেক মাঝের জন্য আবশ্যিকীয় উপাদান। অমাজের সমাজে দেখা যায়, মাঝের নিজেরা দুর্খ না খেয়ে বাসার অন্যদের খেতে দেন। গৱাচুরা এবং মাতৃসুস্থিরদানকালে প্রত্যেক নারীর প্রতিদিন অন্তত এক কাপ দুর্খ খাওয়া উচিত। দুর্খ তিনিই তালো একটি উৎস। ডিটামিন ডি হার্ট, নার্ট, নথ ও তুক পুষ্টি জেগায়। রোগ প্রতিরোধক শক্তি হচ্ছে কর। এছাড়া দুর্খ রয়েছে উচ্চমাত্রার ডিটামিন এ, বিজিন ধরনের খণ্জিগ লবণ, আয়োডিন, পটশিয়াম, ফোলেট, রিবোফেরিন, ডিটামিন (বিখু, বিখু), জিং, ফাটা ও কালীর। অন্যদিকে দুর্খের রাখাই ক্ষেত্রে, মাগনেশিয়াম, ফসফরাস, যা অমাজের শরীরে হিমোগ্লোবিন তৈরীর সাহায্য করে। রোগীবাসুর বিকলে প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলে।

সারা বিশ্বে উৎপাদিত দুর্খের প্রায় শতকরা ৮৫ তাঙ্গ গরম দুর্খ। মানব দুর্খ বাসিজির কামে উৎপাদিত হয় না। মানব দুর্খ বাসিক মাঝেরের দান করা তন্মুক্ত সহজে করে এবং শিশুদের মাঝে বেটন করে। সেই মানব দুর্খ দিয়ে বিভিন্ন কারণে (অপরিলক্ষ নবজাতক, শিশুর আয়োজিত রিপোজিটরি, রোগ, হাইপো), যারা তন্ত্রপর্যায়ে পাওনা, তারা উপকার পেতে পারে।

প্রাণিসম্পদ অধিনষ্টরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে দুর্খের মূল উৎস গুরু। শতকরা ১০ তাঙ্গ দুর্খ আসে গুরু থেকে, এশ শতাংশ আসে এবং চাহিদা থেকে ২০ শতাংশ আসে মুক্তি থেকে। বিশ্বস্থান্ত্র সহজের মানে ও অন্যায়ী, এক জন মানুষের গড়ে দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার দুর্খ পান করা উচিত। তবে বর্তমানে মাথাপিণ্ড দৈনন্দিন ২৫০ মিলিলিটার ২০৮ শতাংশের চাহিদা ১০ তাঙ্গ দিবসের বিপরীতে পাওয়া যাচ্ছে ২০৮ দানামিক ৬১ মিলিলিটার। প্রাণিসম্পদ অধিনষ্টরের হিসাব অনুযায়ী, গত এক খুণ্গে দেশের দুর্খ স্টেটের মেঝে ৫ শতাংশ আসে দুর্খ স্টেটের মেঝে। দেশের মেঝে জনসংখ্যার শতকরা ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে শতকরা ১০ শতাংশ প্রাণিসম্পদের পেরি নিভৃত্যুল। বর্তমানে দেশের জনবৰ্ধনের জিতিপতে প্রাণিসম্পদের অবদান ১ দশমিক ১০ শতাংশ।

গরু ও ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুর্খ উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য সূচিকেও কয়েক বছর ধরে এ দেশের ধারাবাহিক অগ্রগতি অবাধাত রয়েছে। মাছ ও মাস উৎপাদন স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও

খামার পর্যায়ে এ মূল্য বেড়েছে ২ শতাংশ। এর বিপরীতে বাংলাদেশে গোখাদের পরিমাণ বেড়েছে ৭ শতাংশের বেশি। তবে বৈশিষ্ট্য পর্যায়ে গোখাদের দাম বেড়েছে ২ দশমিক ১ শতাংশ। গত প্রাপ্তিল মাঝের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে গোখাদের দাম বেড়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে দেশের বাজারে দুর্খের চাহিদার বড় একটি অংশ পূর্ণ হচ্ছে তরল দুর্খের মাঝামে। দুঃখ খাত-সংযোগের হিসেবে দেশে প্রতি বছু প্রায় ২০ হাজার কেটি টাকার তুঁকা দুর্খ আমদানি করা যায়, যা মোট দুর্খের চাহিদার গুরু প্রায় ৪০ শতাংশ। এ ছাড়া আমদানি করা তুঁকা দুর্খ, পান্ত্রিত দুর্খ, ফটফ্যাকেট দুর্খ এমন নানা ধরনের দুর্খ পাওয়া যায় বাজারে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৬৮ শতাংশে পরিবার দুর্খের পুরীর জন্য পুঁজা দুর্খের প্রেরণ নির্ভর করছে। গত দিন বছরে এই চাহিদা প্রায় ২১ শতাংশ বেড়েছে। সম্পত্তি আন্তর্জাতিক বাজারে তুঁকা দুর্খের দাম গুরু ৩৬ শতাংশে বেড়েছে। এটি গত প্রায় ১২ বছরের তেরতের সর্বোচ্চ।

মেধাবী জীবি বিনিময়ে দুর্খের চাহিদার বড় একটি অংশ পূর্ণ হচ্ছে তরল দুর্খ রয়েছে। দুঃখ খাত-সংযোগের হিসেবে দেশে প্রতি বছু প্রায় ২০ হাজার কেটি টাকা দুর্খের তুঁকা দুর্খ আমদানি করা যায়, যা মোট দুর্খের চাহিদার গুরু প্রায় ৪০ শতাংশ। এ ছাড়া আমদানি করা তুঁকা দুর্খ, পান্ত্রিত দুর্খ, ফটফ্যাকেট দুর্খ এমন নানা ধরনের দুর্খ পাওয়া যায় বাজারে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৬৮ শতাংশে পরিবার দুর্খের পুরীর জন্য পুঁজা দুর্খের প্রেরণ নির্ভর করছে। গত দিন বছরে এই চাহিদা প্রায় ২১ শতাংশ বেড়েছে। সম্পত্তি আন্তর্জাতিক বাজারে তুঁকা দুর্খের দাম গুরু ৩৬ শতাংশে বেড়েছে। এটি গত প্রায় ১২ বছরের তেরতের সর্বোচ্চ। মেধাবী জীবি বিনিময়ে দুর্খের চাহিদার বড় একটি অংশ পূর্ণ হচ্ছে তরল দুর্খ রয়েছে। দুঃখ খাত-সংযোগের হিসেবে দেশে প্রতি বছু প্রায় ২০ হাজার কেটি টাকা দুর্খের তুঁকা দুর্খ আমদানি করা যায়, যা মোট দুর্খের চাহিদার গুরু প্রায় ৪০ শতাংশ। এ ছাড়া আমদানি করা তুঁকা দুর্খ, পান্ত্রিত দুর্খ, ফটফ্যাকেট দুর্খ এমন নানা ধরনের দুর্খ পাওয়া যায় বাজারে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৬৮ শতাংশে পরিবার দুর্খের পুরীর জন্য পুঁজা দুর্খের প্রেরণ নির্ভর করছে। গত দিন বছরে এই চাহিদা প্রায় ২১ শতাংশ বেড়েছে। সম্পত্তি আন্তর্জাতিক বাজারে তুঁকা দুর্খের দাম গুরু ৩৬ শতাংশে বেড়েছে। এটি গত প্রায় ১২ বছরের তেরতের সর্বোচ্চ।

● **লেখক :** গণামাগামোগ কর্মকর্তা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

‘ଦୁନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରଣ’



ମୋ. ସାମ୍ରଜୁଲ ଆଲମ

শিক খাদ্য হিসেবে দুধের
গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে
জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন

বৈশিষ্ট্য খাদ্য হিসেবে দুধের
গুরুত্ব তুলে ধৰাৰ লক্ষণ্য
জাতিসংঘেৰ অদৃসংগ্ৰহেন
খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ঘোষিত
একটি আন্তৰ্জাতিক দিবস হলো বিশ্ব
মুক্ত দিবস। ২০০১ সাল পৰাকে প্ৰতি
বছৰ ১ জুন পৰাকে প্ৰতি হয়ে
আসছে বিশ্ববাচ্পী। ডেইৱিৰ খাতৰে
কাৰ্যকৰ্ম বৃক্ষৰ সুযোগ সৃষ্টিৰ লক্ষ্য
নিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়। এখন
পৰ্যন্ত বিশ্বেৰ প্ৰায় ৭০টি দেশে দুধ
দিবস উদযাপিত হয়। এৰাই
ধৰাৰাবিকভাৱে এৰাবো 'দুধ' উপভোগ
কৰন' প্ৰতিপাদ্য নিয়ে পালিত হচ্ছে
বিশ্ব মুক্ত দিবস-১৯৩১।

ଦୁଃ ହେଲୋ ସ୍ତନପାୟୀ ପ୍ରାଣିର ସ୍ତନାଗ୍ରହି ଥେବେ ଉତ୍ତମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିଗୁଣସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରକାର ସାଦା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଦୁଃ ମାନୁଷେର ଏକଟି ପ୍ରଥାନ ଖାଦ୍ୟ । ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣେ ସମ୍ମ ହେଯେ ଓଡ଼ାର ଆଗେ ଏହି ହେଲୋ ସ୍ତନପାୟୀ ଶିଖଦେର ପୁଷ୍ଟିର ପ୍ରଥାନ ଉତ୍ସ । ତନ ଥେବେ ଦୁଃ ନିଃସରଗନ୍ତର ପ୍ରଥାମିକ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତେ କୋଳୋଟ୍ରିମମ୍ବକ ଶାଳ ଦୁଃ ଉତ୍ସନ୍ମହିତ ହୁଏ, ଯାତେ ମାଯେର ଦେହ ଥେବେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଖନ ଦେହେ ନିଯେ ଯାଏ ଏବଂ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏଯାର ଝୁକ୍କି କମାଯ । ଏତେ ଆମିଷ ଓ ଲୋକୋଜନଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟି ଉପାଦାନ ଆଛେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ଦୁଃ ଗ୍ରହଣ କରା ଅତ୍ୟାବିକ ନାୟ, ବିଶେଷ ମାନୁଷେର ଫେରେ, ଯାର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତନପାୟୀ ପାତ୍ରର ଉତ୍ସନ୍ମହିତ କରିବ ।

মেধাবী জাতি বিনিময়ে দুধের চেয়ে
তালো খাবা আর আর নেই। তাই সরকার
মানসম্মত দুধ উৎপাদনে গুরুত্ব দিচ্ছে।
দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত
করতে গবাদি পশুর জাত উভয়যন, দুধ
ও দুর্ভজাত পশুগুরু বাজার ব্যবস্থা
জোরাদার করণ, দুর্ভজাত পশুগুরু মান
নিয়ন্ত্রণ ও সহজলভাতা
নিশ্চিতকরণসহ স্কুল ফিডিং-এর
মাধ্যমে দুধপানের অভ্যাস গড়ে
তোলার জন্য সুদৃশ্যসারী
কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
এলান্দে দুর্ভজিত উভয়যন ৪(চার)

হাজার ব২০ কেটি টাকা ব্যয়ে চলমান
‘প্রাণিসম্পদ’ ও ডেইরি উন্নয়ন
(এলডিপিপি) ‘প্রকল্প’ চলমান রয়েছে
দুধ সব বয়সের মানবের জন্য
উপকারী। দুধের মধ্যে ভিত্তিমূল
সিহাড়া রয়েছে সব ধরনের পুষ্টি
উপাদান। বিশ্ব দুধের উপকারিতা
সম্পর্কে পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা বলেন, দুধ
হলো ক্যালসিয়ামের খুব ভালো একটি
উৎস। আর ক্যালসিয়াম সব বয়সের
মানবের জন্য জরুরি উপাদান। আমরা
জানি মানবজীবনের শুরু হয় দুধ দিয়ে।
শিশু-কিশোরসহ সব বয়সের মানবের
জন্য দুধ ভীষণ প্রয়োজনীয় খাবার।
যেসব শিশু জন্মের পর ঠিকভাবে দুধ
খেতে পায় না, তারা অধিকাংশ সময়
কোষাশীরকর, ম্যারাসমাস নামক
অপ্রজিনিত অসুস্থে আক্রান্ত হয়।
তাছাড়া দুধ ও দুধকাটীয় খাবারের
অভাবে বয়স্ক ব্যক্তিরা
অস্তিত্বার্থীচিতিস, অস্তিত্বেরোনিস
অর্থাৎ হাতের দুর্বলতা ও হাতের
ভঙ্গুরতাজনিত অসুস্থে আক্রান্ত হন।

ଦୁଃ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ମାତୃଦୁଃ ଦଲନକାଳେ
ପ୍ରତୋକ ମାରେର ଜନ୍ୟ ଆବସ୍କ୍ରିୟ
ଉପଦାନ । ଆମାଦେର ଶମାଜେ ଦେଖ୍ଯା ଯାଇ,
ମାରେର ନିଜେରେ ଦୁଃ ନା ହେବୁ ବାସର
ଅନ୍ୟରେ ଥେବେ ଦେନ । ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଓ
ମାତୃଦୁଃଦଲନକାଳେ ପ୍ରତୋକ ନାରୀଙ୍କ
ପ୍ରତିମିଳିନ ଅନ୍ତ ଏକ କାପ ଦୁଃ ଖାୟା
ଉଚିତ । ସବ ବସରେ ମାନୁଷ୍ୟକେଇ ଦୁଃ
ଥେବେ ହେବ । ଯାରା ଦୁଃ ହଡ଼ମ କରତେ
ପାରେନ ନା, ତାଦେର ଉଚିତ ଦୁଃ ଦିଯେ
ତୈରି ଥାରେ ସେମାଇ, ପତି, ପାଯେସ,
ଦୁଃଖୁସି, ଦୁଃଭାବ, ଦୁଃମର୍ମିତି, ଦୟ, ଘୋଲ,
ପନିର ଇତ୍ୟାଦି ଖାୟା । ଏହାର ଦୁଃ
ଭିତ୍ତିମିଳ ଡି ଭାଲୋ ଏକି ଉତ୍ସ ।
ଭିତ୍ତିମିଳ ଡି ହାତ, ଦାତ, ଚୁଲ, ନଥ ଓ
ତୁକେ ପୃଷ୍ଠି ଜୋଗାଯ । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ
ଶକ୍ତି ସୁଧି କରେ ।

এছাড়া দুধে রয়েছে উচ্চমাত্রার ভিটামিন এ, বিজ্ঞ ধরনের খনিজ লবণ, আয়োডিন, পটাশিয়াম, ফোলেট, রিবোফ্রুভিন, ভিটামিন (বিথ, বিএ, বিই), জিঙ্ক, ফ্যাট ও ক্যালসিরিয়। অন্যগুলো দুধের মধ্যে রয়েছে ফেলোলেট, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফেরাস, যা আমাদের শরীরে হিমোগে-বিন তৈরিতে সাহায্য করে। রোগজীবানুর বিকলে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, যারা ওজন কমাতে চান বা উচ্চমাত্রার কেলোটেরলের রোগী, তারা ফ্যাটফ্রি রূপে থাবেন। দুধের মধ্যে রয়েছে গ-টারিকোন নামক একধরনের অ্যাজিং-অ্যাঞ্জেলেট, যা আমাদের মস্তিষ্কে সেরোটোনিন নামক হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এ সেরোটোনিন আমাদের মন ভালো রাখে, নিদাইন্তা দূর করে

এবং খাবারে ঝুঁটি বাড়িয়ে কর্মশক্তি
বৃক্ষ করে। ভারত প্রযুক্তির সবচেয়ে
বেশি দুধ উৎপাদনকারী এবং সামাজিক
ননি আড়া দুধ ও গুড়া দুধ রপ্তানিকারী
দেশ। মুদ্রণের ৫২.৫% ইউরোপ
থেকে রপ্তানি করা হয়। তবে সবচেয়ে
বেশি রপ্তানিকারক নিউজিল্যান্ড বিত্তীয়
অবস্থানে থাকা জার্মানির প্রায় ছিঞ্চ
রপ্তানি করে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম
দুর্ভিল্য রপ্তানিকারক যথাক্রমে
নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও যুক্তরাষ্ট্র।
দুধ ও দুর্ভাগ্যত পাণ্যের সবচেয়ে বড়
আমদানিকারক দেশ চীন এবং
রাশিয়া।

সারা বিশ্বে উৎপাদিত দুধের প্রায়
শতকরা ৮৫ ভাগ গরুর দুধ। মানব দুধ
বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদিত হয় না।
মানব দুর্ভ্যাক মায়েদের দল করা
সম্ভব সঙ্গেই করে এবং শিশুদের
মাঝে বেষ্টন করে। সে মানব দুধ দিয়ে
বিভিন্ন কারণে (অপরিগত নবজাতক,
শিশুর এলার্জি, বিপাক্যীয় রোগ,
ইত্যাদি) যারা স্তনাপন করতে পারে না
তারা উপকার পেতে পাবেন।

প্রাণিসম্পদ অধিদণ্ডের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে দুরের মূল উৎস গরু। শতকরা ১০ ভাগ দুর আসে গরু থেকে, চ শতাংশ আসে ছাগল থেকে। এবং ২ শতাংশ আসে মহিষ থেকে। ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০০১-০২ অর্থবছরে পর্যন্ত দুরের উৎপাদন বৃক্ষির হার ২.৪ শতাংশ, ২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছরে পর্যন্ত দুরের উৎপাদন বৃক্ষির হার প্রায় ২০ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দুরের উৎপাদন ছিল ২৩.৭০ লাখ টন, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে উৎপাদন হয়েছে ১০৬.৮০ লাখ টন এবং সর্ববেশ্য ২০১১-১২ অর্থবছরে ১০৩.৭৮ লাখ মে. টন দুর উৎপাদিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী, একজন মানুষকে গড়ে দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার দুর পান করা উচিত। তবে বর্তমানে মাথাপিণ্ডু দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার দুরের চাহিদার বিপরীতে পাওয়া যাচ্ছে ২০৮.৬১ মিলিলিটার। প্রাণিসম্পদ অধিদণ্ডের হিসাব অনুযায়ী, গত এক বৃগু দেশের দুরের উৎপাদন বেঢ়ে চে গেছে। মোট আমিয়ের ৮ শতাংশ আসে দুর্ঘ সেক্টর থেকে। তাছাড়া ডেইরি ইভন্ট্রি এখন দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্প। এই ইভন্ট্রি দেশের মানুষের পষ্টি, খাদ্যনিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে যে অবদান রাখে, তা অনন্যীভুত। এর সাথে জড়িত বিশ্বাল শ্রমশক্তি। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে শতকরা ৫০ ভাগ প্রাণিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল।

বর্তমানে দেশে ক্রমবর্ধমান জিডিপিটে
প্রাণিসম্বন্ধের অবদান ১ দশমিক ৯০
শতাংশ।

গুরু ও ছাগল উৎপদনে বাংলাদেশে
এখন প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুর্দলিতদের
বৈশিষ্ট্য সূচকেও কয়েক বছর ধরে এই
দেশের ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাপক
রয়েছে। জাতিসংঘের খাল ও কৃষি
সম্ভাবনা তথ্য আনয়ায়ী, বেশ কয়েক
বছর ধরে ছাগলের দুর্দলিতদের
বিশ্বে স্থিতীয় অবস্থান ধরে
রয়েছে। তবে মোট দুর্দলিতদের
বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ২০তম।
সংস্কৃত স্তোত্রে জানা যায়, বিশ্বের প্রায়
৪০ শতাংশ দুর্দলিতদের হয় স্থিয়ায়া।
মাঝ ও মাঝে উৎপদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ
হলোডে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির
কারণে দুর্দল স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন
এখনো সম্ভব হয়নি। এছাড়া এর কারণ
হিসেবে আরও উভেদে করা যায়, কিছু
জনতাদের ও অতিমুকালোগুলি
প্রাণিখালি তৈরিতে বাইরে থেকে যে
উপদান আনন্দে হয় তা অতিরিক্ত
নিয়ে তারা সেটা গুদামজাত করে

ରେଖେ କୃତିମ ସଂକଟ ଦେଖାନ ।
ତାଙ୍ଗା କାରିଗରି ଜାନମ୍ପନ୍ତ ଜନବଳେର
ଅଭାବ, ମାନୁଷଙ୍କ ଦୁଃ ସରବରାହ ନା
କରା, ଭେଟରିନାରି ଟିକିଟସକ ସଂକଟ,
ଦୁଃ ପ୍ରକିଞ୍ଚିତାଙ୍କ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତେ ନା
ପାରା, ନ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟ ନା ପାଇୟା ଏବଂ
ବିଦ୍ୟୁତର ମୂଲ୍ୟ, ଗବାଦିପତ୍ର ଥାଦୋର
ମୂଲ୍ୟକ୍ରିୟ ଦୁଃଖ ଉତ୍ସବନ ବାଢ଼ାନେର
କେତେ ବଡ ଅନ୍ତରାଯୀ ହିସେବେ ଦେଖା
ହଛେ । ବାଂଲାଦେଶେର କୃଷି
ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଲୟରେ ଆୟାନିମେଲ ନିଉଟ୍ରିଶନ
ବିଭାଗେର ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜୋଟ
ଇନଟିପ୍ରେଟେ ଡେଇରି ବିରାମ ନେଟ୍‌ଓର୍କ
(ଆଇଡିଆରେନ୍) ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଳାଭେର
ଏକତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ । ଏହି ଜାର୍ମାନିଭିତ୍ତିକ
ଆଇଫିକ୍ସନ୍‌ଡେଇରି ରିସାର୍ଚ
ନେଟ୍‌ଓର୍କରେ ସମେ କାଜ କରେ । ଦୁଇ
ପ୍ରତିଶାନେର କାଜ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାନ୍ତ

পণ্ডের দাম, বৈশিক্ষিক বাজার, ভোজা, উৎপাদন নিয়ে গবেষণা করা। আইডিওরাইন ও আইএফসিওন-টেক্সের রিসার্চ নেটওয়ার্কের তথ্য অনুসারে, বৈশিকভাবে গোখাদের দাম বেড়ে যাচ্ছে। ভোজপূর্ণাঙ্গে দুধের দাম বেড়েছে প্রায় ১১ শতাংশ। খামার পর্যায়ে এ মূল্য বেড়েছে ২ শতাংশ। এর বিপরীতে বাংলাদেশে গোখাদের পরিমাণ বেড়েছে ৭ শতাংশের বেশি। তবে বৈশিক পর্যায়ে গোখাদের দাম বেড়েছে ২ দশমিক ১ শতাংশ। গত এপ্রিল মাসের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে গোখাদের দাম বৈশিক দারের চেয়ে ২১ শতাংশে বেশি। বর্তমানে দেশের বাজারে দুধের চাহিদার বড় একটি অংশ পূরণ হচ্ছে

তরল দুধের মাধ্যমে। দৃঢ় খাত-সংশ্লিষ্টদের হিসেবে দেশে প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার ওঁড়া দুধ আমদানি করা হয়, যা মেট দুধের চাইদিনের ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ।
এছাড়া আমদানি করা ওঁড়া দুধ, পাস্তুরিত দুধ, ফটিকফেরেড দুধ এমন নানা ধরনের দুধ পাওয়া যায় বাজারে।
বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৬৮ শতাংশ পরিবার দুধের পুষ্টির জন্য ওঁড়া দুধের ওপর নির্ভর করছে।

গত তিন বছরে এই চাহাদা প্রায় ২১
শতাংশ বেড়েছে। সম্প্রতি
আন্তর্জাতিক বাজারে গুঁড়া দুর্বল নাম
ও ৩৬ শতাংশ বেড়েছে। এটি গত প্রায়
১২ বছরের ভেতর সর্বোচ্চ। একই
সঙ্গে দুধ বাজারজাতকরণের জন্য
আনুষঙ্গিক খরচ যেমন জাহাজভাড়া,
প্যাকেজিং খরচ ইত্যাদি ও ৩০ থেকে
৫০ শতাংশ বেড়েছে।

মেধাবী জাতি বিনিময়ে দুর্বল চেয়ে
ভালো থাকার আর নেই। তাই সরকার
মানসম্পদ্ধ দুর্ঘ উৎপাদনে গুরুত্ব দিচ্ছে।
দুর্বল টেক্সেপস ইত্পাদনে নিশ্চিত
করণে গবাবিপ্রসর জাত উরায়ন, দুর্ঘ ও
দুর্ভজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা
জোরালকরণ, দুর্ভজাত পণ্যের মান
নিয়ন্ত্রণ ও সহজলভাবে
নিশ্চিতকরণসহ স্কুলফিল্ডের
মাধ্যমে দুর্ঘপানের অভ্যাস গড়ে
তেলার জন্য সুরূপসারী
কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
এগুলো দুর্ভশিষ্ট উদ্যয়নে ৪ হাজার
২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে চলমান
‘প্রাণিসম্পদ’ ও ডেইরি উরায়ন
(এলডিপি) প্রকল্প’ চলমান রয়েছে,
যা দুর্ঘে স্বাস্থ্যসূর্যো অর্জনে বড়
ভূমিকা রাখতে পারে। দুর্বে বিপণন
ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে বেসরকারি
উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন
স্থানে ৪০০টি ভিলোজ মিল্ক কালেকশন
সেটার (ভিএমসিস) স্থাপন করা

হচ্ছে।
এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় আমরা
সারাদেশে পাঁচ হাজার ৫০০ দুর
প্রতিদ্বন্দ্বীর গ্রুপ তৈরি করা হচ্ছে।
‘প্রাণিসমূহ’ ও ‘ডেইরি উন্নয়ন
(এলডিডিপি) প্রকল্পের বিশেষজ্ঞদের
মতে, বৈশিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক
থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ
দুর্ধে স্বাস্থ্যসূচীগতা আর্জন করবে।
সর্বোপরি ২০৪১ সালের মধ্যে
বাংলাদেশ মহনা ও প্রাণিসমূহের সব
ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসূচীগতা আর্জন করে উন্নত

-ଲେଖକ: ଗଣ୍ୟୋଗାଯୋଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା,
ମନ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ ତଥ୍ୟ ଦଷ୍ଟର,
ମନ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣିସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ

চলনকথা

দুঃখ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা জরুরি

সামছুল আলম

বৈশ্বিক খাদ্য হিসাবে দুধের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ঘোষিত একটি আন্তর্জাতিক দিবস হলো বিশ্ব দুঃখ দিবস। ২০০১ সাল থেকে প্রতিবছর ১ জুন দিবসটি পালিত হয়ে আসছে বিশ্বব্যাপী। ডেইরি খাতের কার্যক্রম বৃক্ষির সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্য নিয়ে দিনটি উদ্বাপিত হয়। দুধ মানুষের একটি প্রধান খাদ্য। অন্যান্য খাদ্যগুলো সঙ্কল হয়ে গঠার আগে এটিই হলো তন্যায়ী শিশুদের পুষ্টির প্রধান উৎস। দুধ সব বয়সের মানুষের জন্যই উপকারী। দুধের মধ্যে ভিটামিন পি ছাড়া রয়েছে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান। ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দুধ উৎপাদনকারী দেশ। প্রাণিসম্পদ আধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে দুধের মূল উৎস গরু। এদেশে ৯০ শতাংশ দুধ আসে গরু থেকে, ৮ শতাংশ ছাগল এবং ২ শতাংশ আসে মহিষ থেকে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্ধবছরে দেশে ১৩০.৭৪ লাখ মে. টন দুধ উৎপাদিত হয়েছে। গত এক মুণ্ড দেশে দুধের উৎপাদন বেড়েছে পাঁচগুণ। মোট আমিষের ৮ শতাংশ আসে দুঃখ খাত থেকে। ডেইরি ইন্ডাস্ট্রি এখন দেশের প্রতিশ্চিতি শিল্প। এ শিল্প মানুষের পুষ্টি, খাদ্যনিরাপত্তা ও দারিদ্র্যবিমোচনে যে অবদান রাখছে। এর সঙ্গে জড়িত আছে বিশাল শ্রমশক্তি। দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৫০ শতাংশ প্রাণিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। গরু ও ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুধ উৎপাদনের বৈশ্বিক সূচকেও বর্তোক বছর থেকে এদেশের খারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। তবে মাছ ও মাঙ্গ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃক্ষির কারণে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এখনো সম্ভব হয়নি। এছাড়া কিছু

বিশ্ব দুঃখ দিবস



মজুতদার ও অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ী প্রাণীর খাদ্য তৈরিতে বাইরে থেকে যে উৎপাদন আনতে হয়, তা অতিরিক্ত নিয়ে তারা সেটা গুদামজাত করে রেখে কৃতিম সংকট দেখান। তাছাড়াও কার্যগুরি জ্ঞানসম্পদ জনবলের অভাব, মানসম্পদ দুধ সরবরাহ না করা, ভেটেরিনারি চিকিৎসক সংকট, দুধ প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করতে না পারা, ন্যায্যমূল্য না পাওয়া এবং বিদ্যুৎ ও গবাদি পশুর খাদ্যের দাম বৃক্ষিকে দুধ উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় অস্তরায় হিসাবে দেখা হচ্ছে।
বর্তমানে দেশের বাজারে দুধের চাহিদার বড় একটি অংশ প্ররূপ হচ্ছে তরল দুধের মাধ্যমে। দুঃখ খাতসংশ্লিষ্টদের হিসাবে দেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার গুঁড়া দুধ আমদানি করা গুঁড়া দুধ, পান্তিরিত দুধ, ফার্টিফায়োড দুধসহ নানা ধরনের দুধ পাওয়া যায় বাজারে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে গুঁড়া দুধের দাম ৩৬ শতাংশ বেড়েছে। একই সঙ্গে দুধ বাজারজাতকরণের আনুষঙ্গিক খরচ বেড়েছে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ। এ অবস্থায় দেশে দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুঃখজাত পশুর বাজারব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুঃখজাত পশুর মান নিয়ন্ত্রণ ও সহজসভাতা নিশ্চিতকরণসহ স্কুলফিডিংয়ের মাধ্যমে দুধপানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক খাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে।

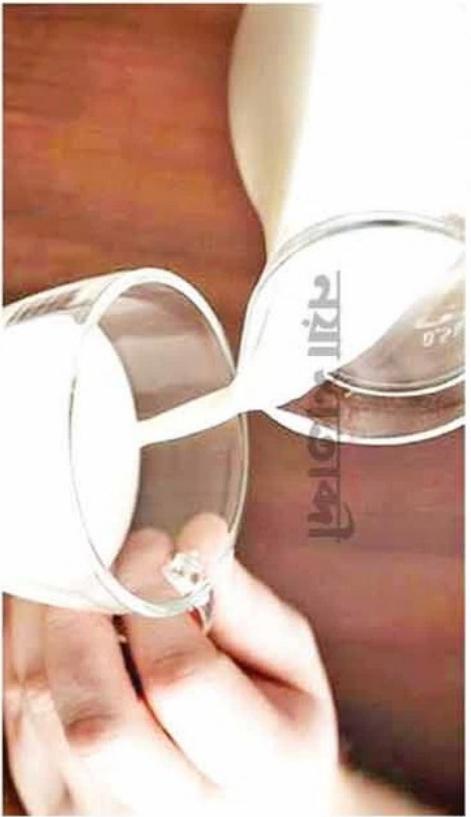
কৃমিবিদ সামছুল আলম : গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য সঞ্চার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

alam4162@gmail.com

ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଦୁଆ ଦିବସ
ଶାରୀରିକ ପାଦମଧ୍ୟରେ

卷之三

বৈধিক ব্যাপক হিসাবে দৃশ্যমান উপর তুলনা করে ধরণের অভিযন্ত্রে আত্মসংরক্ষণ অসমগ্রহণ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আজো আত্মসংরক্ষণের পথে সরেছে ইটালিশন (Iutathione) নামক একধরণের প্রযোজনোদ্দেশী যা আমাজন মাইনে পেতে পাওয়া যায়।



ରୋଗ ଜୀବାଣୁର ବିକଳକୁ ପ୍ରାତିରୋଧ ଶାକ ଗଡ଼େ ତୋଲେ ।

পর্যালোচনা ■ কৃষিবিদ সামগ্র্যের আলম

আমিষের ৮ শতাংশ আসে দুঞ্চ সেক্টর থেকে

ବୈ ଶିଖ ଖାଦ୍ୟ ହିସେବେ ଦୁଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ତଳେ ଧାରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାତିସଂଘରେ ଅନୁସଂଗଠନ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃତ୍ୟ ସଂଷ୍ଠା (ଏଫ୍‌ଆଓ) ଘୋଷିତ ଏକଟି ଆନ୍ତରାଜୀତିକ ଦିବସ ହଲେ ବିଶ୍ୱ ଦୁର୍ଗମ ଦିବସ । ୨୦୦୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ମେହେ ପ୍ରତି ବର୍ଷର ୧ ଜୁନ ଦିବସଟି ପାଲିତ ହେଯେ ଆମରେ ବିଶ୍ୱବାଦୀୟ । ଡେଇରି ଖାତେର କର୍ମଚାରୀ ବୁଝିର ସ୍ୟାମେ ଶୃଗୁଣ ଶୃଗୁଣର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିମିତ୍ତ ଉଦୟାପିତ ହେ । ଏଥିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୭୦ଟି ଦେଶ ଦୁର୍ଗମ ଦିବସ ଉଦୟାପିତ ହେ । ତାରଇ ଧାରାବାହିକତା ଏବାରେ “ଦୁର୍ଗମ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି” ଏହି ପ୍ରତିପଦାନ ନିମ୍ନ ପାଲିତ ହେଯେ ବିଶ୍ୱ ଦୁର୍ଗମ ଦିବସ-୨୦୨୩ ।

ଦୁଃ ହଲୋ ସ୍ତନ୍ଯପାରୀ ପ୍ରାଣୀର ସ୍ତନ୍ଯଗ୍ରହି ଥେକେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅତାତ୍ ପୃଷ୍ଠଗଣ-
ସମୟକୁ ଏକ ଧରନେର ସାଦା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଦୁଃ ମାନୁଶେର ଏକଟି ପ୍ରଥମ
ଖାଦ୍ୟ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣେ ସରକୁ ହେଁ ଓଠାର ଆଗେ ଏଟିଟି ହଲୋ
ସ୍ତନ୍ଯପାରୀ ଶିଶ୍ରଦ୍ଦେର ପୃଷ୍ଠଗଣ ଉତ୍ସମ । ସ୍ତନ୍ଯ ଥେବେ ଦୁଃ ନିର୍ମାଣରେ
ପ୍ରଥମିକ ପରମ୍ୟା କୋଣ୍ଡାଟ୍ରାନ୍‌ସମ୍ମଳ ଶଳ ଦୁଃ ଉତ୍ସମ ହୁଏ, ଯାତେ
ମାରେଇ ଦେହ ଥେବେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଖିର ଦେହେ ନିଯମେ ଯାଏ
ଏବଂ ରୋଗକ୍ରତ୍ତ ହେଁଯା ଝୁକୁଇ କମାଯ । ଏତେ ଆମିଙ୍ ଓ ଲାକ୍ଷ୍ମୀଜୀବନ
ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପୃଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ଆଛେ । ଆନ୍ତରଜାତିର ଦୁଃ ଗ୍ରହଣ କରା
ଆସ୍ତାଭାବିକ ନଯା, ବିଶେଷ ମାନୁଶେର କେତେ, ଯାରା ଅନ୍ୟ ଅନେକ
ସ୍ତନ୍ଯପାରୀ ପ୍ରାଣୀର ଦୁଃଖ ଗ୍ରହଣ କରେ ଥାକେ ।

দুধ সব বয়সের মানুষের জন্য উপকার। দুধের মধ্যে ডিটামিন-এস ছাড়া রয়েছে, সব ধরনের পৃষ্ঠি উপাদান। বিশ্ব দুধের উপকারিতা একটি উৎস। আশের ক্যালসিয়ামের খুব ভালো একটি উৎস। আর ক্যালসিয়াম আশের মানুষের জন্য খুব ভালো উপাদান। আমরা জানি মানবজীবনের শুরু হয় দখ দিয়ে। শিশু-কিশোরসহ সব বয়সের মানুষের জন্য দুধ ভীষণ প্রয়োজনীয় খাবার। যেসব শিশু জন্মের পর ঠিকভাবে দুধ খেতে পায় না, তারা অধিকাংশ সময় কোয়াশিয়ারকর, ম্যারাসামাস নামক অপৃষ্ঠজনিত অসুবৃত্তি আক্রান্ত হয়। তা ছাড়া দুধ ও দুধজাতীয় খাবারের অভাবে ব্যর্থ ব্যক্তির অস্তিত্বার্থাইটিস, অস্তিত্বপ্রারোপিস অর্থাৎ হাতের দুর্বলতা ও হাতের ভঙ্গুরতাজনিত অসুবৃত্তি আক্রান্ত হন।

এই অসুবৃত্তি এবং অস্তিত্বারোপিস দমনের পথের মাঝের অন-

ଦୂର ଗଭାବୁଧ ଏବଂ ନାଟ୍‌ପୁର୍ବ ଲାଲକାଳ ପ୍ରତୋଳିକ ନାମରେ ଜନ୍ମିତି ଆବଶ୍ୟକିତୀ ଉପଦାନ । ଆମାଦେର ସମାଜେ ଦେଖ୍ଯା ଯାରୀ ମାହୋର ନିଜେରେ ଦୂର ନା ଥେବେ ବାସାର ଅନ୍ୟଦରେ ଥେବେ ନେବେ ଅନେକ ଗଭାବୁଧ ଓ ମାତ୍ରଦୂଷଣନକ୍ରିୟାକାଳେ ପ୍ରତୋଳିକ ନାରୀର ପ୍ରତିନିଧି ଅନେକ ଏକ ପରି ଦୂର ଥାଓୟା ଉଚିତ । ସବ ବ୍ୟାସେର ମାନୁଷକେ ଦୂର ଥେବେ ହେବେ ଯାରୀ ଦୂର ହଜମ କରାତେ ପାରେନ ନା, ତାମେର ଉଚିତ ଦୂର ଦିଯେ ତୈରି ଥାବାର ସେମାଇ, ପ୍ରତିଃ, ପାଯୋସ, ଦୁଧସୁଜୀ, ଦୁଧଭାତ, ଦୁଧମୂରି, ଦେଇ, ଘୋଲ, ପନିର ଇତ୍ୟାଦି ଥାଓୟା । ଏ ଛାଡା ଦୂର ଭିଟାମିନ-ଡ଼ିର ଭାଲୋ ଏକଟି ଉତ୍ସ ଭିଟାମିନ-ଡ଼ିହାଡ଼, ମାତ, ଚଲ, ନଥ ଓ ତ୍ରକେ ପୁଣି ଜୋଗାୟ । ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏ ଛାଡା ଦୂରେ ରହେଇ ଉତ୍ସମାତାର ଭିଟାମିନ-୩, ବିଭିନ୍ନ ଧରନର ଖଣିଜ ଲବଙ୍ଗ, ଆଯୋଡିନ, ପଟାଶ୍ୟାମ, ଫୋଲେଟ, ଏବଂ ଫୋଲୋଭିନ, ଭିଟାମିନ (ବି୬, ବି୧୨), ଜିଙ୍କ, ଫ୍ୟାଟି ଓ କଲାରି । ଅନ୍ୟଦିକେ ଦୂରେର ମଧ୍ୟେ ରହେଇ ବୋଲେଟ, ମ୍ୟାଗନ୍ଦିଶ୍ୟାମ, ଫନସଫରାସ ଯା ଆମାଦେର ଶୀର୍ଷରେ ହିମୋଲେଟିନ ତୈରିତ ତାହାଯ କରେ । ରୋଗଜୀବାୟୁର ବିରକ୍ତକେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଗଡ଼େ ତୋଳେ । ବିଶେଷଜ୍ଞର ବଳେନ, ଯାରୀ ଓଜନ କମାତେ ଚାନ ବା ଉତ୍ସମାତାର କୋଲେଟେରଲେର ଗୋପୀ, ତାରୀ ଫ୍ୟାଟାଫିଲ୍ ଦୂର ଥାବନେ । ଦୂରେର ମଧ୍ୟେ ରହେଇ ହୃଟାଥିଯନ ନାମକ ଏକ ଧରନର ଯ୍ୟାନ୍ତି-ଆର୍କିଭେଟ୍, ଯା ଆମାଦେର ମହିତେ ସେରୋଟୋନିନ ନାମକ ହରମୋନେର ମାତା ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଆର ଏ ସେରୋଟୋନିନ ଆମାଦେର ମନ ଭାଲୋ ରାଖେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତା ଦୂର କରେ ଏବଂ ଥାବାରେ ରୁଚି ବାଢିଯେ କରମଣି ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

ପ୍ରାଗନ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତର ତଥା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଂଲାଦେଶେ ଦୁଃଖର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଗରୁ । ଶତକରୀ ୨୦ ଅଗମ ଦୁଃଖ ଆମେ ଗରୁ ଥେବେ, ଚ ଶତାବ୍ଦୀ ଆମେ ଛାଗଲ ହେବେ ଏବଂ ୨ ଶତାବ୍ଦୀ ଆମେ ମହିନେ କେବେ । ୧୯୮୯-୧୦ ଥେବେ ୨୦୦୧-୦୨ ଅର୍ଥବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ଉତ୍ସପାଦନ ବୃଦ୍ଧିର ହାର ୨ ଦଶମିକ ୪ ଶତାବ୍ଦୀ, ୨୦୦୧-୧୦ ଥେବେ ୨୦୧୧-୧୨ ଅର୍ଥବର୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ଉତ୍ସପାଦନ ବୃଦ୍ଧିର ହାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଶତାବ୍ଦୀ । ୨୦୧୧-୧୦ ଅର୍ଥବର୍ଷରେ ଦୁଃଖର ଉତ୍ସପାଦନ ଛିଲ ୨୩ ଦଶମିକ ୭୦ ଲାଖ ଟନ, ଯା ୨୦୧୯-୨୦ ଅର୍ଥବର୍ଷରେ ଉତ୍ସପାଦନ

হয়েছে ১০৬ দশমিক ৮০ লাখ টন এবং সর্বশেষ ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩০ দশমিক ৭৪ লাখ টন দুর্ঘ উৎপাদিত হয়েছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মত মানদণ্ড অনুযায়ী, একজন মানুষকে গতে দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার দুধ পান করা উচিত। তবে বর্তমানে দাপিঙ্গু দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার দুধের চাইসির বিপরীতে পাওয়া যাচ্ছে ২০৮ দশমিক ৬১ মিলিলিটার। প্রাণিসম্পদ অধিনস্তরে হিসাব অনুযায়ী, গত এক বৃগ্রে দুধের দুর্ঘের উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ। আমিবের ৮ শতাংশ আমের দুর্ঘে সেস্তর থেকে। তা ছাড়া ডেইরি ইভান্টি এখন দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্প। এই ইভান্টি দেশের মানুষের পৃষ্ঠি, থায় নিরাপত্তা ও দারিদ্র্যবিমোচনে যে অবদান রাখছে, তা অনঙ্গীকার্য। এর সঙ্গে জড়িত আছে বিশাল শ্রমশক্তি। দেশের



ଦୁଧ ହଲୋ ସନ୍ତ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣର ସନ୍ତ୍ୟଗାତ୍ମ ଥେକେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟଗୁ-ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ଧରନେର ସାଦା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଦୁଧ ମାନୁଷେର ଏକଟି ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣେ ସମ୍ମନ ହେଁ ଓଠାର ଆଗେ ଏଟିଇ ହଲୋ ସନ୍ତ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁଦେର ପୁଷ୍ଟିର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ । ସନ ଥେକେ ଦୁଞ୍ଜଳି ନିଃସରଣେର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ କୋଲୋସ୍ଟ୍ରାମସମ୍ବନ୍ଧ ଶାଲ ଦୁଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାତେ ମାଯେର ଦେହ ଥେକେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶୁର ଦେହେ ନିଯେ ଯାଏ ଏବଂ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଁଯାର ଝୁଁକି କମାଯ

জনসংখ্যার শতকরা ১০ শতাব্দী প্রতিকারণে এবং সরকারীভাবে
শতকরা ৫০ শতাব্দী প্রাণিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে
শেষে ক্রমবর্ধমান জিডিপিটে প্রাণিসম্পদের অবদান ১ দশমিক ৯০
শতাব্দী।
গুরু ও ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুর্ঘট
উৎপাদনের বৈশ্বিক সূচকেও কয়েক বছর ধরে এ দেশের

ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি
সংস্থার তথ্য অন্যান্যা, কয়েক বছর ধরে ছাগলের দুধ উৎপাদনে
বাংলাদেশ বিশ্বে ইতিয়া অবস্থান ধরে রেখেছে। তবে দুধ উৎপাদনে
বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ২৩তম। সংগঠিত সূত্রে জানা যায়,
বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ দুধ উৎপাদন হয় এশিয়াতে।

মাছ ও মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দুর্দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এখনো সম্ভব হয়নি। এছাড়া এর কারণে হিসেবে আরো উন্নেখ করা যায়, কিছু মজুদদার ও অতিমানুষালোভী প্রাণিখাদ্য তৈরিতে বাইরে থেকে যে উপাদান আনতে হয় তা অতিরিক্ত নিয়ে তার সেটা ওড়ামজাত করে রেখে কৃতিম সংকট দেখান। তা ছাড়া কারিগরি জনসংপ্রদায় জনবলের

আভাব, মানসম্মত দুর্ব সরবরাহ ন করা, ডেটেরিনার চারক্ষেক সংক্ষিপ্ত, দৃশ্য প্রক্রিয়াজ্ঞাত ও সংবর্ধণ করেন না পারা, ন্যায্যমূল্য ন পাওয়া এবং বিদ্যুতের মূল্য, গড় পওর খাদ্যের মূল্যের দুর্ঘটনা উৎপন্ন বাঢ়ানো করে বড় অন্তর্যায় দেখা হচ্ছে।

বাল্পদেশের কথি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ামিল নিউট্রিশন বিভাগের একাধিক শিক্ষকের জো ইন্টিগ্রেটেড ডেইরি রিসার্চ নেটওর্কিং (আইডিরান্স) পিঙ্কা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প। এটি

জামানিভিত্তিক আইএফসিএন- ডেইরি রিসার্চ নেটওয়ার্কের সঙ্গে
কাজ করে। দুই প্রতিষ্ঠানের কাজ দুধ ও দুর্ঘাজত পণ্যের দাম,
বৈশিষ্ট্য বাজার, ভোক্তা, উৎপদন নিয়ে গবেষণা করা।
আইডিআরএন ও আইএফসিএন-ডেইরি রিসার্চ নেটওয়ার্কের তথ্য
অনুসন্ধান, বৈশিষ্ট্যভাবে গো-খাদ্যের দাম বেঁচে থাকে।
ভেক্তাপর্যায়ে দাম বেঁচেছে প্রায় ১১ ভাগ। খামারপর্যায়ে এ
মূল্য বেঁচেছে ১ শতাংশ। এর বিপরীতে বাংলাদেশে গো-খাদ্যের
পরিমাণ বেঁচেছে ৭ শতাংশের বেশি। তবে বৈশিষ্ট্য পর্যায়ে গো-
খাদ্যের দাম বেঁচেছে ২ দশমিক ১ শতাংশ। গত এপ্রিল মাসের
হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে গো-খাদ্যের দাম বৈশিষ্ট্য দামের চেয়ে

১১

বর্তমান দেশের বাজারে সুদের চাহিদার ঘৃত একটি অংশ সুন্ধান করে হচ্ছে তারলা দুধের মাধ্যমে। দুধ শাতসংস্কৃতের হিসেবে দেশের প্রতি বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার ওকেড়া দুধ আমদানি করা হচ্ছে, যা সুদের চাহিদার ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ। এ ছাড়া আমদানিক করা ওকেড়া দুধ, পাস্তুরিত দুধ, ফটিফায়োড দুধ এমন নানা ধরনের দুধ পাওয়া যায় বাজারে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৬৮ শতাংশ পরিবার দুধের পুষ্টির জন্য ওকেড়া দুধের ওপর নির্ভর করে। গত তিনি বছরে এই চাহিদা প্রায় ২১ শতাংশ বেড়েছে। সম্পৃক্ষে আঙ্গুষ্ঠিক বাজারে ওকেড়া দুধের দাম ৩৬ শতাংশ বেড়েছে। এটিই গত প্রায় ১২ বছরের ভেতর সর্বোচ্চ। একই সঙ্গে দুধ বাজারজাতকরণের জন্য আনন্দপূর্ণ খরচ যেমন জাহাজ ভাড়া,

প্যাকেজিং থক্ট ইত্তাদি ও ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ বেড়েছে।
মেধাবী জটি বিনিয়োগে দুধের চেয়ে আলো খাবার আর নেই। তাই
সরকার মানসম্পদ দুধ উৎপাদনে গুরুত্ব দিচ্ছে। দুধের টেকসই
উৎপাদন নিশ্চিত করতে গবাদি পঙ্ক জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুষ্কাজত
পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরাবরীকরণ, দম্ভজ্ঞাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও

সহজভাবে নির্মাণ করা যাবে। এই প্রকল্পটি সুন্দর ও সুস্থিত জগত তৈরি করবে।

(ভিএমসিসি) খাপন করা হচ্ছে। এলডিডিপি প্রকরণের আওতায় আমরা দেশে ৫ হজার ৩০০ দুর্ঘ প্রতিউন্নয়ন এপ তেরি করা হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ ও টেইরি উন্নয়ন (এলডিডিপি) প্রকরণের বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশিষ্ট্য পরিচিতি স্বাভাবিক থাকলে ১০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মুখ্য ব্যাহসম্পর্ক তার্জন করবে। সর্বোপরি ২০১১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সব ক্ষেত্রে ব্যাহসম্পর্ক তার্জন করে উন্নতসম্মত স্মার্ট বাংলাদেশ পরিগত হবে।

লেখক : গণেশগামযোগ কর্মকর্তা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রালয়
alam4162@gmail.com

ଆମିଥେର ୯ ଶତାଂଶ ଆସେ
ଦୁଃଖ ସେହିର ଥେକେ

ବ୍ୟାକ

କ୍ଷାମାବଦ ସାମଜିକ ଆଗ୍ରହ

କରନ୍ତେ ଗବାଦ ପଞ୍ଜେ ଜାତ
ଟେକସି ଉତ୍ତପାଦନ ନିଚିତ

ପାଣ୍ଡୋର ମାନ ନିଯକ୍ତ୍ରଣ ଓ
ସାହଜଳଙ୍ଗ୍ରତା ନିଶ୍ଚିଂଧତବସଗନ୍ଦୀ



କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା ।

۱۰۷

କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା । ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା । ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା ।

ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବମାନ ଯାଦୀଶାହରେ ଅବହୁନ ଦେଇଲୁଛି । କିମ୍ବା ଏହାରେ ଆଜାନା ଦାସ୍ ବିଷେତ ପ୍ରାଯ୍ ୪୦ * ତଥା ଏହାରେ ଆଜାନା ଦାସ୍ ବିଷେତ ପ୍ରାଯ୍ ୪୦ *

କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ । ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ । ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ।

କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା । ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା । ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା ।

କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ।

ହାତୋରେ ଦେଖି ପ୍ରାତି ବହୁର ଶ୍ରୀ ୨୦ ହାତାର କୋଡ଼ି ତାତାରେ
ହିଂଦ୍ବା ମୁଦ୍ରାମଣି ବନ୍ଦ ହୈ, ଯା ମୋଡ଼ ମୁଦ୍ରମ ଚାହିସାର ତରି
ଫେଲେ ୪୦ ଟଙ୍କାରେ ୪୦ ଟଙ୍କାରେ । ଏ ହିଂଦ୍ବା ଆମମଣି ବନ୍ଦ ହିଂଦ୍ବା
ପାଞ୍ଜିତ ମୁଦ୍ରା ଯଥିଗାନ୍ତେ ମୁଦ୍ରା ଦଳନ ମାନ୍ଦା ଧରିବିଲେ ମୁଦ୍ରମଣି

କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ପାଇଁ

ଜ୍ଞାନପଦବୀରେ, ମୁଖ୍ୟତାକୁ ପାଇଁ ଯାଏଲି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏହାରେ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟତାକୁ ଅଭିଭାବିତ କରିବାରେ ଆଶା କରିଛି।

ପରିବାରକୁ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ଏବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଶଭାବରେ ଆଜିମହିନୀ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ଏବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଶଭାବରେ ୪ ଚାରି ବାଜାର ଏବେଳେ ବୋଟି ଟିକ୍କା ବାରେ ଚାଲାଗଲାନ୍ତି ଏବେଳେ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ଏବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଶଭାବରେ ୪ ଚାରି ବାଜାର ଏବେଳେ ବୋଟି ଟିକ୍କା ବାରେ ଚାଲାଗଲାନ୍ତି ଏବେଳେ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ଏବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଶଭାବରେ

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

বিশ্ব দুষ্ক দিবস

আমিষের গুরুত্বপূর্ণ উৎস দুধ সামচুল আলম



বৈশ্বিক খাদ্য হিসেবে দুধের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএণ্ড) ঘোষিত একটি আন্তর্জাতিক দিবস হলো বিশ্ব দুষ্ক দিবস। ২০০১ সাল থেকে প্রতি বছর ১ জুন দিবসটি পালিত হয়ে আসছে বিশ্বব্যাপী। ডেইরি খাতের কার্যক্রম বৃদ্ধির সুযোগ সুষ্ঠি করার লক্ষ্য নিয়ে দিনটি উদযাপিত হয়। এখন পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশে দুধ দিবস উদযাপিত হয়। তারই ধারাবাহিকভাবে এবারো ‘দুষ্ক উপকোগ করুন’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব দুষ্ক দিবস-২০২৩।

দুধ সব বয়সের মানুষের জন্য উপকারী। দুধের মধ্যে ভিটামিন সি ছাড়াও রয়েছে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান। দুধের উপকারিতা সম্পর্কে পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা বলেন, দুধ হলো ক্যালসিয়ামের খুব ভালো একটি উৎস। আর ক্যালসিয়াম সব বয়সের মানুষের জন্য জরুরি উপাদান। আমরা জানি মানবজীবনের গুরু হয় দুধ দিয়ে। শিশু-কিশোরসহ সব বয়সের মানুষের জন্য দুধ ভীষণ প্রয়োজনীয় খাবার। যেসব শিশু জনের পর ঠিকভাবে দুধ খেতে পায় না, তারা অধিকাংশ সময় কোয়াশিরকর, ম্যারাসমাস নামক অপুষ্টিজনিত অসুখে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া দুধ ও দুধজাতীয় খাবারের অভাবে ব্যক্ত ব্যক্তিরা অস্টিওঅর্থুইটিস, অস্টিওপোরোসিস অর্থাৎ হাড়ের দুর্বলতা ও হাড়ের ভঙ্গুরতাজনিত অসুখে আক্রান্ত হন।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে দুধের মূল উৎস গরু। ৯০ শতাংশ

দুধ আসে গরু থেকে, ৮ শতাংশ আসে ছাগল থেকে এবং ২ শতাংশ আসে মহিষ থেকে। ১৯৮৯-৯০ থেকে ২০০১-২০০২ অর্থবছর পর্যন্ত দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ২.৪ শতাংশ, ২০০৯-১০ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় ২০ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দুধের উৎপাদন ছিল ২৩.৭০ লাখ টন, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে উৎপাদন হয়েছে ১০৬.৮০ লাখ টন এবং সর্বশেষ ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩০.৭৪ লাখ টন দুধ উৎপাদিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী, একজন মানুষকে গড়ে দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার দুধ পান করা উচিত। তবে বর্তমানে মাথাপিছু দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার দুধের চাহিদার বিপরীতে পাওয়া যাচ্ছে ২০৮.৬১ মিলিলিটার। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, গত এক যুগে দেশে দুধের উৎপাদন বেড়েছে ৫ গুণ। মোট আমিষের ৮ শতাংশ আসে দুষ্ক সেট্র থেকে। তাছাড়া ডেইরি ইভান্ট্রি এখন দেশের প্রতিষ্ঠিত শিল্প। এই ইভান্ট্রি দেশের মানুষের পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে যে অবদান রাখছে, তা অনন্বীক্ষ্য। এর সঙ্গে জড়িত আছে বিশাল শ্রমশক্তি। দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে ৫০ শতাংশ প্রাণিসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে দেশে ক্রমবর্ধমান জিডিপিতে প্রাণিসম্পদের অবদান ১ দশমিক ১০ শতাংশ। গরু ও ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন প্রায়

স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুধ উৎপাদনের বৈশ্বিক সূচকেও কয়েক বছর ধরে এ দেশের ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। মোট দুধ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ২৩তম। সংশ্লিষ্ট স্বত্রে জানা যায়, বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ দুধ উৎপাদন হয় এশিয়াতে। দুষ্ক খাতসংশ্লিষ্টদের হিসাবে দেশে প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার গুঁড়া দুধ আমদানি করা হয়, যা মোট দুধের চাহিদার ৩৫-৪০ শতাংশ। এছাড়া আমদানি করা গুঁড়া দুধ, পান্ত্রিত দুধ, ফটিফায়েড দুধ এমন নানা ধরনের দুধ পাওয়া যায় বাজারে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৬৮ শতাংশ পরিবার দুধের পুষ্টির জন্য গুঁড়া দুধের ওপর নির্ভর করছে। গত তিন বছরে এই চাহিদা প্রায় ২১ শতাংশ বেড়েছে।

মেধাবী জাতি বিনিময়ে দুধের চেয়ে ভালো খাবার আর নেই। তাই সরকার মানসম্পন্ন দুধ উৎপাদনে গুরুত্ব দিচ্ছে। দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে গবাদি পশুর ভাত উন্নয়ন, দুধ ও দুষ্কজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরাদারকরণ, দুষ্কজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণসহ স্কুলফিডিংয়ের মাধ্যমে দুধপানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সুন্দরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে দুষ্কশিল্প উন্নয়নে ৪ হাজার ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে চলমান ‘প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন (এলডিডিপি) প্রকল্প’ চলমান রয়েছে। যা দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। দুধের বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে বেসরকার উদ্বোজাদের মাধ্যমে দেশের বিডিল স্থানে ৪০০টি ডিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার (ডিএমসিসি) স্থাপন করা হচ্ছে। এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় আমরা সারাদেশে ৫ হাজার ৫০০ দুধ প্রিডিউসার গ্রাহণ তৈরি করা হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন (এলডিডিপি) প্রকল্পের বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈশ্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। সর্বোপরি ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সব ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে উন্নত সমৃক্ষ স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হবে।

■ গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

alam4162@gmail.com

দুর্ধের চেয়ে ভালো খাবার নেই

মো. সামাজিক আলম, গণহোগাহোগ কর্মকর্তা,
মহাব্যাপক ও প্রাণীসম্পদ বিধি দপ্তর, মৎস্য ও
প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়

বৈশ্বিক খাদ্য হিসেবে দুর্ধের উরুতু তলে ধৰার
লক্ষ্যে জাতিসংঘের অধিসঠিত খাদ্য ও কৃষি
সংস্থা (এফিএও) মৌখিত একটি আন্তর্জাতিক
দিবস হলো বিশ্ব দুর্ঘটনাদিবস। ২০০১ সাল
থেকে প্রতিবছৰ ১ জুন দিনসচিত পালিত হয়ে
আসছে বিশ্বায়োপী ভেটোর খাবের কর্মসূচি
বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দিন।
উদ্বাধারণা হ্যাঁ। এখন পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ৭০টি
দেশে দুধ দিবস উদ্বাধারণা হ্যাঁ। এইর ধৰার কর্মসূচি
এবাবেও দুর্ঘটনাগুলোকে প্রতিদিন। নিয়ে
পালিত হচ্ছে বিশ্ব দুর্ঘটনাদিবস ২০২৩।

দুধ সব ব্যবসার মানুষের জন্য উপকারী।
মুন্দের মধ্যে ভৌগোলিক সি ছাড়া রয়েছে সব
ধৰারের পুষ্টি ভাবাদান। দুর্ধের উত্তোলনীর
সম্পর্কে পুষ্টি বিশেষজ্ঞেরা বলেন, দুধ হলো
কালাসিয়ামের খুব ভালো একটি উপায়। আর
কালাসিয়াম সব ব্যবসার মানুষের জন্য উত্তোলনী
উপায়। আরো জানি মালভীজেনের ওপর হয়
দুধ দিয়ে শিশু বিশেষজ্ঞ সব ব্যবসার মানুষের
জন্য দুধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাবার। মেসের শিশু
জন্মের পর চিকিৎসারে দুধ দিয়ে গায় না, তাৰা
অধিকাংশ সময় দেয়ালশিখকে মারাত্মকস
নামের অস্তিত্বাত অস্থুরে অত্যন্ত হয়। তা
ছাড়া দুধ ও মৃগতাত্ত্বের খাবারের অভাবে ব্যক্ত
বাতিলা অঙ্গওয়াইটিস, অঙ্গওয়ারোসিস,
অর্থাৎ আজের দুর্বলতা ও হাতের ভঙ্গুরতাত্ত্বিত
অস্থুরে অক্ষরণ হয়।

দুধ গভীরভাৱে এবং মাতৃদুর্ঘটনাকালে
প্রত্যেক মায়ে জন্ম আনন্দকীয় ভূমান।
আমাদের সমাজে দেখা যায়, মারোয়ানি দুধ
না দেখে বাসার অনন্দের পেতে দেন। গভীরব্যথা
ও মাতৃদুর্ঘটনাকালে প্রত্যেক মায়ের প্রতিদিন
অস্তত এক কাপ দুধ খাবার উচিত সব ব্যবসের
মনুষেই দুধ দিয়ে দেতে হয়। খালি দুধ হচ্ছে করতে
পারেন না, তাতের ভাত্তা দুধ দিয়ে তৈরি খাবার
সেমাই, পুরি, পাতেস, পুরপুরি, দুধ ভাত,
দুধমুড়ি, দই, মোলা, পানির হিসাবি খাবার।
এগুলিসমস্ত অধিনষ্টত্বের তথ্য অনুযায়ী,
বাংলাদেশে দুধের মূল উৎস গরু। শতকরা ৯০
ভাগ দুধ আবির্ভূত হয়ে আসে এবং এগুল
এবং ২ শতাংশ আসে মাইক্রো পেটে ১৯৯৯-৯০
থেকে ২০১০-১২ অর্ধেক পর্যন্ত দুধের
উৎপাদন বৃদ্ধির হার নির্দলিত ৪ শতাংশ,
২০১৯-২০ থেকে ২০২১-২২ অর্ধেক পর্যন্ত
দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় ২০ শতাংশ।
২০১৯-২০ অর্ধেকে দুধের উৎপাদন লিঙ্গ ২৩
দশমিক ষো লাখ টন, যা ২০১৯-২০ অর্ধেকে
হয়েছে ১৫৬ দশমিক ৮০ লাখ টন এবং
সর্বশেষ ২০১৯-২২ অর্ধেকে হ্যাঁ ১৩০ দশমিক
৭৪ লাখ টন, টন।

বিশ্ব সংস্থাৰ মানদণ্ড অনুযায়ী,
একজন মানুষের গড় দেশী ২৫০
মিলিলিটার দুধ পান কৰা উচিত। তাৰ বৰ্তমানে
মাধ্যমিক দৈনিক ২৫০ মিলিলিটার দুধের
চাহিদাৰ বিপৰীতে পাওয়া যাচ্ছে ২০৮০ দশমিক
৬ মিলিলিটার। আমাদেশ অধিনষ্টত্বের
হিসাব অনুযায়ী, এক যুগে দেশে দুধের
উৎপাদন বেড়েছে ৫ শতাংশ।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থাৰ তথ্য
অনুযায়ী, দেশ কৰক বৰ্ষার ধৰে ছাগলেৰ দুধ
উৎপাদনে বালাদেশে বিশে বিশীয় অবস্থান ধৰে
ৱেখেছে। তবে মোট দুধ উৎপাদনে
বালাদেশেৰ অবস্থা বিশে ২০৩০। সংশ্লিষ্ট
সুযোগে জানা যায়, বিশে প্রায় ৪০ শতাংশ দুধ
উৎপাদন হয় এশিয়ায়।

বৰ্তমানে দেশেৰ বাজারে দুধেৰ চাহিদাৰ
বড় একটি অধিক প্ৰয়৷ হচ্ছে তলু দুধেৰ
মাধ্যমে। দুধ খাত সহায়ীসদেৱ হিসাবে দেশে
প্রতিবছৰ প্রায় ২০ হাজাৰ গ্ৰেটি টাকাৰ উচ্চা
দুধ আমদানি কৰা হয়, যা মোট দুধেৰ চাহিদাৰ
৩ থেকে ৪০ শতাংশ। এ ছাড়া আমদানি কৰা
উচ্চা দুধ, গাঙ্গুৰিৰ দুধ, ফটিকয়েকেৰ দুধ—
এমন নানা ধৰনোৰ দুধ পাওয়া যাব। বাজারে।
বৰ্তমানে বালাদেশেৰ প্রায় ৪৮ শতাংশে
পৰিৱারে দুধেৰ পুষ্টিৰ জন্য উচ্চা দুধেৰ পোৱ
নিভৰ কৰেছে। তিন বছৰে এই চাহিদা প্রায় ১১
শতাংশ হেঢ়েছে। সপ্তাহত আন্তর্জাতিক বাজারে
উচ্চা দুধেৰ সময় ৩৬ শতাংশ হেঢ়েছে। এটি
প্রায় ১১ বছৰেৰ সৰ্বোচ্চ একই সদৈ
দুধ বাজারজাতকৰণেৰ জন্য আনন্দিক বৰ্ষচ
বেহন জাহাজভাড়া, পাকেজিং বৰ্ষচ ইত্যাদিৰ
৩ থেকে ৫০ শতাংশ বেড়েছে।

মেধাবী জাতি বিনিয়োগে দুধেৰ চেয়ে
ভালো খাবাৰ আৰ নেই। তাই সৰকাৰ
মানন্দমুখ দুধ উৎপাদনে ওৰুতু দিচ্ছে। দুধেৰ
কেকস উৎপাদনে নিষ্ঠত কৰতে পৰাদিপৰ্যন্ত
জাত উভয়ম, দুধ ও দুধজাত পশুৰ
বাজারগৰেষ্য জোৰদাৰকৰণ, দুষ্কৃতিজন পশুৰ
মান নিয়ন্ত্ৰণ ও সহজেভাবত নিষ্ঠতকৰণসহ
ফুলকীভূজেৰ মায়াম দুধ পানোৰ অভাস
গড়ে দেৱাবৰ জন্য সুস্থুগ্রাসীৰ কঠপৰিকল্পনা
নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষে দুধশিৰ উভয়দে ৪
হাজাৰ ২৫০ গ্ৰেটি টাকা বায়ে দেশমান
প্রাণীসম্পদ ও দেহীৰ জৰুৰি (একত্বিপি)
প্ৰকল্প চৰমান গৱেছে যা দুধেৰ বৰ্ষচপূৰ্ণতা
অজনে বড় ভূমিকা রাখতে পাৰে।

ଆମିଶେର ୯ ଶତାଂଶ ଆସେ ଦୁଇ ସେଟ୍‌ର ଥିକେ

দৈনিক অলোকিত বাংলাদেশ, ০১/০৬/২৩



ବିଜ୍ଞାନ

যাধ্যে ডিটারিম সি হাতী রয়েছে সব ব্যবস্থার পৃষ্ঠি উপগান। বিশ্ব দুর্বেশ উপকারিতা সম্বরে পৃষ্ঠি বিশেষজ্ঞগণ বলেন, দুর্ব হলো ক্যালসিয়ামের ঝুর ভালো একটি উৎস। আর ক্যালসিয়াম সব ব্যবস্থার মানবের জন্য জরুরি উপাদান। আমরা জানি, মানবজীবনের পুরু হয় দুর্ব দিয়ে। শিষ্ট কিশোরসহ সব ব্যবস্থার মানুষের জন্য দুর্ব ভীষণ প্রয়োজনীয় খাবার

